সুবর্ণবণিক্

বৈশ্য।

হুগলি পিপুলপাতি

হইতে

শ্রীগোপালচন্দ্র পাল

দ্বারা

প্রকাশিত।

হুগলি;

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস

দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০২।

হরিঃ ওঁ।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী দত্ত মহাশয়

মহানুভবেষু।

মহাত্মন্,

শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সুবর্ণবণিক্ জাতীয় নিরুপায় ব্যক্তির ভরণ পোষণার্থ আপনার মাসিক সাহায্য দানই আপনার স্বজাতি-প্রেম ও স্বজাতি-হিতৈষিতার পরিচায়ক। সুবর্ণবণিক্ জাতির উন্নতি সাধন জন্য আপনার আন্তরিক চেষ্টা এবং তাঁহাদিগের পুনঃ বৈশ্যাচার গ্রহণ বিষয়ে আপনার হৃদয়ের অনুরাগ অনেকবার দৃষ্ট হইয়াছে এবং আপনিও তাহা হৃদয়োচ্ছ্বাসে বারম্বার প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় আপনি আমাদিগের জাতির শীর্ষস্থানীয়দিগের মধ্যে পরিগণিত এবং জাতীয় উন্নতি সাধন ও বৈশ্যাচার কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতাও আপনার আছে। অতএব, আপনার গুণচয় স্মরণ করিয়া আপনাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় "সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য" নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার করকমলে সমর্পণ করিতেছি। ভরসা করি, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন।

হুগলি,
ঘুটীয়াবাজার—বাবুগঞ্জ,
১৫ই আশ্বিন, সন ১৩০২।

বিনয়াবনত
শ্রীবৈষ্ণবচরণ মল্লিক।

ভূমিকা।

বিদেশীয় ও স্বদেশীয় মহাত্মগণ ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতি নির্বিশেষে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া যে প্রকৃত ধর্ম্ম স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইল। সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে বাসস্থান ভেদে যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে এবং তজ্জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে অন্নভোজন ও বিবাহ কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক ঐক্য স্থাপন করাই এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। এই পুস্তকে যে সকল ভ্রম অথবা ত্রুটী দৃষ্ট হইবে, সহৃদয় পাঠক তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব এবং দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিব।

হুগলি,
ঘুটিয়াবাজার - বাবুগঞ্জ,
২১শে শ্রাবণ, সন ১৩০২।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ মল্লিক,
সেবক, সুবর্ণবণিক্ সমাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশ্যত্ব স্থাপন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমে চারি বর্ণের সৃষ্টি করেন ও তাহাদিগের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। যথা—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥

মনুসংহিতা। ১।৩১

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদি প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন।

সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥

মনুসংহিতা। ১।৮৭

মহাতেজস্বী সেই স্বয়ম্ভু সমস্ত সৃষ্টির পরিপালন জন্য মুখজাত ব্রাহ্মণ, বাহুজাত ক্ষত্রিয়, উরুজাত বৈশ্য ও পাদজাত শূদ্রদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মসকল কল্পনা করিয়া দিলেন।

বৈশ্যের বৃত্তি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

মনুসংহিতা। ১।৯০

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ (অর্থাৎ সুদগ্রহণ) কল্পনা করিলেন।

শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥

মনুসংহিতা। ১০।৭৯

প্রজারক্ষণ নিমিত্ত খড়্গাদি শস্ত্র এবং বাণাদি অস্ত্রের ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্ত্যর্থ জানিবে। বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিনটি বৈশ্যের জীবনার্থ জানিবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দান, অধ্যয়ন, যাগ এই তিন কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ জানিবে।

কৃষি গৌরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।

ইতি ভগবদ্গীতা।

কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি।

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদগ্রহণ এই চারিটি বৈশ্যের বৃত্তি।

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৭৯ শ্লোকে এবং ভগবদ্গীতায় বৈশ্যের বৃত্তির মধ্যে কুসীদগ্রহণ বাণিজ্যের অন্তর্গত বলিয়া, তাহার স্বতন্ত্র বর্ণনা নাই।

বণিক্ ও বৈশ্য একার্থবাচক ইহা কাব্য, অভিধান ইতিহাস এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—

স প্রোষিবানেত্য পুরং প্রবেক্ষ্যন্
শুশ্রাব ঘোষং ন জনৌঘজন্যং।
আকর্ণয়ামাস ন বেদনাদান্
নচোপলেভে বণিজাং পণায়াঃ॥

ভট্টিকাব্য। ৩।২৭

মাতামহগৃহপ্রবাসী কৈকেয়ীকুমার অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিবার সময় পূর্ব্ববৎ লোকসমূহের কলরব শুনিতে পাইলেন না। বেদপাঠের শব্দও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না এবং বণিক্‌দিগের ক্রয়বিক্রয়াদির ব্যাপারের কোন চিহ্নও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

বৈশ্যস্তু, ব্যবহর্ত্তা, বিট্, বার্ত্তিকঃ পণিতো বণিক্।

ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

বৈশ্যবর্গে

বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বণিজো বণিক্।
পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িকশ্চ সঃ॥

ইতি অমরকোষঃ।

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
ক্ষত্রান্বযো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিক্ জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ
শৃণ্বন্ হি শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥

রামায়ণ ফলশ্রুতি।

রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বাগ্মিতা প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, বণিক্ পণ্যফল লাভ করেন এবং শূদ্র শ্রবণ করিলে, মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।

নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্।

রামায়ণ বালকাণ্ড, ৫ম অঃ, ২৪ শ্লোক।

নানাদেশনিবাসী বণিক্‌দিগের দ্বারা উপশোভিত।

তুলাধারো বণিগ্‌ধর্ম্মা বারাণস্যাং মহাযশাঃ।
সোঽপ্যেবং নার্হতে বক্তুং যথা ত্বং দ্বিজসত্তম॥

* * *

এবমুক্তস্তুলাধারো ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
উবাচ ধর্ম্মসূক্ষ্মাণি বৈশ্যোধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ।
জাজলিং কষ্টতপসং জ্ঞানতৃপ্তস্তদা নৃপ॥

ইতি মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম তুলাধার জাজলি সংবাদে।

হে দ্বিজোত্তম। তুমি যে রূপ বলিলে বারাণসীন্নিবাসী মহাযশস্বী বণিক্‌তুলাধারও সেই রূপ বলিতে পারেন না।

* * * *

যশস্বী ব্রাহ্মণ এই রূপ বলিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ জ্ঞানতৃপ্ত বৈশ্য তুলাধার কষ্টতপা জাজলিকে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল বলিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ততস্তে বাসুদেবেন দৃষ্টাঃ সৌম্যেন মানুষাঃ।
কীদৃশী ব্রাহ্মণস্যাথ কীদৃশী ক্ষত্রিয়স্য বৈ॥
বৈশ্যস্য কিদৃশী দেব! গতিঃ শূদ্রস্য কীদৃশী।
কথং গচ্ছেত পাপেন ব্রাহ্মণস্তু যমালয়ে॥
ক্ষত্রিয়ো বাথ শূদ্রো বা বৈশ্যো বা গচ্ছতে কথম্।
এতৎ কথয় দেবেশ! লোকনাথ! নমোঽস্তুতে॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স পৃষ্টঃ কেশবশ্চৈব ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা।
উবাচ সংসারগতিং চতুর্ব্বর্ণস্য কর্ম্মজাম্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু বর্ণক্রমেণৈব ধর্ম্মাধর্ম্মভৃতাম্বর!।

* * *

কৃষিগোপালনিরতঃ স্বধর্ম্মাবেক্ষণে রতঃ।
বণিক্ স্বকর্ম্মবাপ্নোতিপূজ্যমানোপ্সরোগণৈঃ॥
চতুর্যুগানি বৈত্রিংশৎ ঋদ্ধি দ্বাদশ পঞ্চ চ।
ইহ মানুষকে রাজন্! রাজা ভবতি বীর্য্যবান্॥

বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা। গৌতমীয় বৈশম্পায়ন ধর্ম্ম শাস্ত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেব ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি মনুষ্যগণ বাসুদেব কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কি রূপ গতি এবং পাপ কর্ম্ম করিলে তাহারা কি রূপে যমালয়ে গমন করে, হে দেবেশ! হে লোকনাথ! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি এই সকল কথা আমাকে বলুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন। কেশব ধর্ম্মপুত্র বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা এইরূপ

জিজ্ঞাসিত হইয়া চতুর্বর্ণের কর্ম্মজা গতি কহিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে যুধিষ্ঠির! চতুর্বর্ণের ধর্ম্ম সকল ক্রমে কহিতেছি শ্রবণ কর। * * * *

কৃষি, গোপালন ও স্বধর্ম্মনিরত বণিক্ স্বীয় কর্ম্মবশে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় এবং ত্রিশৎ চতুর্যুগ তত্র বাস করে ও সপ্তদশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভোগান্তে পৃথিবীতে বলবান্ রাজা হইয়া জন্মে।

ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ং।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥

মনুসংহিতা। ৭।১২৭।

বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কত দূর হইতে আনীত, পাথেয় ব্যয় এবং তাহা চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যত ব্যয় ধরিয়া তদতিরিক্তে যাহা লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর বণিক্‌দিগের নিকট হইতে রাজা কর লইবেন।

সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥

মনুসংহিতা। ৮।১৫৭।

কুল্লূক ভট্টকৃত টীকা——

অপি তু সমুদ্রেতি। স্থলপথজলপথযানে নিপুণা ইয়দ্দেশ-পর্য্যন্তং ইয়ৎকালপর্য্যন্তং বা উহ্যমানে সতি এতবাল্লাঁভো গৃহীতুং যুক্তইত্যেবং দেশকাললাভধনজ্ঞা বণিগাদয়ো যাং বৃদ্ধিং তথাবিধবিষয়ে ব্যবস্থাপয়ন্তি সৈব তত্র ব্যবস্থা, তত্রাধি-গমং ধনপ্রাপ্তিং প্রতি প্রমাণং।

সে স্থানে স্থলপথ জলপথে গমনশীল বণিক্ যাহারা দেশকালের বৃদ্ধিজ্ঞ উহারা ঐ অপূরিত কার্য্যের যত ভাড়া নির্ণয় করিবে, তাহাই উক্ত শকট-অধিকারী পাইবে।

ত্রয়ঃ পরার্থং ক্লিশ্যন্তি সাক্ষিণঃ প্রতিভূঃ কুলং।
চত্বারস্তূপচীয়ন্তে বিপ্র আঢ্যোবণিঙ্‌ নৃপঃ।

মনুসংহিতা । ৮।১৬৯।

সাক্ষী যামিন ও মধ্যস্থ এই তিন ব্যক্তি পরের নিমিত্ত ক্লেশ পায়, এজন্য হঠাৎ কাহাকে সাক্ষী বা প্রতিভূ অথবা মধ্যস্থ মানিবেক না, আর বিপ্র ধনী বণিক্‌ রাজা এই চারি জন পর হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ব্রাহ্মণ দাতাকে স্বয়ং দানে প্রবৃত্ত করাইবেন না, ধনী উত্তমর্ণকে কর্জ্জ লইবার পরামর্শ দিবেন না, বাণিজ্যকারী বণিক্‌ দ্রব্য ক্রেতাকে ক্রয় করিবার পরামর্শ দিবেন না, রাজা অর্থী প্রত্যর্থীকে নালিশ করিতে কহিবেন না।

ভট্টিকাব্য, রামায়ণ ও মনুসংহিতায় বণিক্‌ শব্দ বৈশ্য শব্দের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অমরকোষ ও রাজনির্ঘণ্ট নামক প্রাচীন ও প্রামাণিক অভিধানদ্বয়ে বৈশ্য শব্দের অর্থ বণিক্‌ লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে তুলাধার বণিক্‌ও বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ গৌতম সংহিতায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহাকে বৈশ্য বলিয়াছেন, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেই বণিক্‌ বলিয়াছেন। অতএব, বণিকের অন্যতর নাম বৈশ্য, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

প্রসিদ্ধ চীনভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্‌ বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাস্ত্র সংগ্রহার্থ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে যাত্রা করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বহুকাল এ দেশে বাস করেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নালন্দার বৌদ্ধ মঠে পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ ও নগর দর্শন করিয়া এ দেশের একটি বিস্তীর্ণ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি বৈশ্যকে বণিক্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুবর্ণ বণিক্‌ পদে সুবর্ণ শব্দ বণিক্‌ শব্দের গুণবাচক, ইহা বঙ্গভাষাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। লক্ষ্মী ব্রত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে।

যথা—

দ্বিবেদীতি দ্বিবেদজ্ঞঃ ত্রীবেদী তু ত্রিবেদবিৎ।
চতুর্ব্বেদী চতুর্ব্বেদবিদ্‌ বিপ্রোঽপি ভবেৎ পুনঃ॥

সংজ্ঞাবাচক নাম্নৈব বণিগিত্যেবমাদয়ঃ।
মণি হেম বণিক্ সংজ্ঞা বৈশ্যানাং গুণবাচিকা॥

যেরূপ দুই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দ্বিবেদী, তিন বেদজ্ঞকে ত্রিবেদী এবং চতুর্ব্বেদজ্ঞকে চতুর্ব্বেদী বলা যায়, সেই রূপ সংজ্ঞার স্বরূপ বৈশ্যের হেম ও মণি ব্যবসায়জনিত সুবর্ণ ও মণি এই গুণবাচক শব্দ দ্বারা সুবর্ণবণিক্ ও হেমবণিক্ বলা যায়।

যেরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণ, কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিলে ব্রাহ্মণত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না, পরন্তু বৈদিক, কুলীন, শ্রোত্রিয় এবং বারেন্দ্র শব্দ ব্রাহ্মণ পদের বিশেষণ বুঝায়, সেইরূপ সুবর্ণ বণিক্ বলিলে বণিক্ত্ব অর্থাৎ বৈশ্যত্বের কিছু মাত্র হানি হয় না। সুবর্ণ শব্দ বণিক্ শব্দের বিশেষণ বুঝায়।

বৈশ্যের উপাধি আঢ্য সুবর্ণ বণিক্ দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। অন্য জাতির আঢ্য উপাধি নাই।

উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় পূর্ব্ব জন্মে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ সুবাহু গোপাল ছিলেন। যথা—

সুবাহু র্যো ব্রজগোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।

কবিকর্ণপুর গোস্বামীকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১২৯॥

তিনি পূর্ব্বভাব স্মরণ করিয়া সুবর্ণবণিক্ কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশাবলীগণ অদ্যাপি হুগলী ও কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত এবং কীর্ত্তনীয় সম্প্রদায়ের সুগায়ক মুকুন্দ দাস ঠাকুর ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মধুকণ্ঠ নামক গায়ক ছিলেন। যথা—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ॥

কবিকর্ণপুর গোস্বামীকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১৪৯॥

ব্রজে যাঁহারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এক্ষণে সেই দুইজন মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত নামক গৌরাঙ্গ দেবের গায়ক।

সেই মুকুন্দ দাস ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের জাতি সম্বন্ধে নিজ গাথা প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা —

শ্রীকর নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত ॥
শাণ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, সুবর্ণবণিক্ খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ পদ, ধ্যান নিরন্তর, বৈশ্যকুলে উৎপত্তি ॥
বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য, মল প্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে, হইলা বিবেকাচারী ॥
নীলাচল পুরে, প্রভু মিলিবারে, সদা ইতি উতি ধায়।
আশা ঝুলি লয়ে, ভিকারি হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায় ॥
প্রভু ভক্তগণ, পাই নিজ জন, রাখিলা যতন করি।
এ দাস মুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ, দত্তের দৈন্যতা হেরি ॥

শ্রীপাদ সমুদ্র।

এই সকল শাস্ত্রীয় জীবন্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য।

অপিচ জগন্মান্য অদ্বিতীয় স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১২৭ শ্লোকের অনুবাদে সুবর্ণবণিক্‌দিগের জাতি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিযাছেন। যথা—

১২৭ শ্লোক সাকাঙ্ক্ষ ১৩০ শ্লোকে পশু হিরণ্য শব্দ প্রয়োগ দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এতদ্দেশে বণিক্ পদে সুবর্ণবণিক্, পশ্চিম প্রদেশে অগ্রবণিক্ এবং ১৩০১ শ্লোকে গন্ধ ঔষধি প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বঙ্গদেশে গন্ধবণিক্ ও বণিক্ শব্দ প্রতীত। অন্যথা এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র এই তিন বর্ণ আছে, বণিক্ বর্ণের অর্থাৎ বৈশ্য বর্ণের অত্যন্তাভাব ইহা বলা অতি অসম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুবর্ণ ব্যবসায় এবং সুবর্ণবণিক্ আখ্যা।

সুবর্ণ অতি পবিত্র ধাতু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণোদ্ধব সংবাদে ভগবদ্বিভূতি যোগকথনে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে কহিয়াছেন যে, "ধাতূনামস্মি কাঞ্চনং।" সমস্ত ধাতুর মধ্যে আমি সুবর্ণ। শ্রীমদ্রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন। যথা—

কনকং বালকেনাপি ধারণীয়ং সর্ব্বরত্ন পবিত্র দেবাত্মকত্বাৎ। রামায়ণে মহাভারতে চ পরশুরামং প্রতি বশিষ্ঠবাক্যং। সর্ব্বরত্নানি নির্ম্মথ্য তেজোরাশি সমুত্থিতং। সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রেন্দ্র রত্নং পরমমুত্তমং। এতস্মাৎ কারণাৎ দেবগন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রযতা ধারয়ন্তি তৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব পবিত্রেভ্যঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতং। অগ্নির্বৈ সকলা দেবাঃ সুবর্ণঞ্চ তদাত্মকং। তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দত্তাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাত্তৎ পাদাদৌ ন ধার্য্যং দেবতাত্মকত্বাদিতি।

"সকল রত্নাপেক্ষা পবিত্র সুবর্ণ বালকগণও ধারণ করিবে। রামায়ণে ও মহাভারতে বশিষ্ঠ পরশুরামকে কহিয়াছেন যে, সকল রত্ন মন্থন করিয়া যে তেজোরাশি সমুত্থিত হয়, তাহাতেই সুবর্ণ জন্মে। এই সুবর্ণ সকল রত্ন হইতে উত্তম। এই হেতু দেব গন্ধর্ব্ব নাগ রাক্ষস মনুষ্য সকলেই ইহা ধারণ করে। সকল পবিত্র দ্রব্য অপেক্ষা সুবর্ণ অতিশয় পবিত্র। অগ্নি সমুদয় দেব স্বরূপ, সুবর্ণ ঐ অগ্নি স্বরূপ। সুবর্ণ দান করিলে, সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা হয়। এই হেতু, সুবর্ণ পদাদিতে ধারণ করিবে না।" অদ্যাপি হিন্দুগণ সুবর্ণ চরণে ধারণ করেন না এবং দৈবাৎ পদস্পৃষ্ট হইলে, প্রণাম ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন।

সুবর্ণবণিকেরা প্রধানতঃ সেই পবিত্র ধাতু সুবর্ণের ব্যবসা করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রে তাহার বিধিও আছে। যথা—

লৌহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥

পরাশর সংহিতা। ১৬০।

লৌহ কর্ম্ম, রত্ন ব্যবসায়, গোজাতির প্রতিপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম এই সকল বৈশ্যের বৃত্তি। শ্রীমদ্রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুদ্ধিতত্ত্বে রত্ন শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন। পঞ্চ রত্ন—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, মুক্তা, মাণিক্য অথবা চুনি। রত্নের মধ্যে স্বর্ণই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

মণি মুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ্যবলাবলং॥

মনুসংহিতা। ৯।৩২৯।

বৈশ্য মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণাদি ধাতু, বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য ও লবণাদি রস, এই সকল বস্তুর উত্তমাধম মধ্যম ভেদে মূল্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্থির করিবেন।

তাঁহাদিগকে সুবর্ণ ব্যবসায় জন্য কর দিতে হইত। যথা—

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥

মনুসংহিতা। ৭।১৩০।

পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, ধান্যাদি শস্য বিষয়ের কর ক্ষেত্রের বলাবল বিবেচনায় এবং ভূমি বিশেষে কৃষি-কার্য্যের প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য বিবেচনায় ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশের একাংশ রাজা লইবেন।

তাঁহাদিগের সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্ত ব্যবসায় প্রশস্ত যথা—

ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরং।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা॥

মনুসংহিতা। ১০।১২০।

কত কর লইবেন, তাহা কহিতেছেন, বৈশ্যবর্ণের নিকট হইতে সামান্যতঃ

ধান্যাদি শস্যের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ কর গ্রহণ করিবেন, আপৎকালে অষ্টম ভাগ এবং অত্যন্ত আপৎকালে চতুর্থ ভাগ কর গ্রহণ করিবেন; সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্তের সামান্যতঃ পঞ্চাশভাগ এবং আপৎকালে বিংশতি ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। আর শূদ্র সূপকারাদি এবং শিল্পিকাদি জাতির নিকট আপৎ অনাপৎ উভয় কালেই কর গ্রহণ করিবেন না, তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া লইবেন। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুবর্ণ অবধি কার্ষাপণ পর্য্যন্ত বৈশ্যবর্ণের ব্যবসায় হেতু তাহাদিগকে তত্তৎ দ্রব্যের কর দিতে হইত।

অতএব, সুবর্ণ অবধি কার্ষাপণ পর্য্যন্ত ব্যবসায় বৈশ্যবর্ণের ব্যবসায়; তজ্জন্য, তাঁহারা ঐ ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

তাঁহাদিগের আর একটি নাম কনকক্ষেত্রী। কুলাচার্য্যগণ এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—

পূর্ব্বস্মিন্ কালে এতেষাং সুবর্ণবণিজামাদিপুরুষো বরেণ্যঃ সর্ব্বগুণাকরঃ সনকনামা কনকক্ষেত্রী এক আসীৎ। কনকস্য ক্ষেত্রং বিদ্যতে যস্য, স তথা, যথা কৃষকস্য ক্ষেত্র-কর্ষণাদিনা ক্ষেত্রী সংজ্ঞা, তথা হিরণ্যরূপ ক্ষেত্র ব্যবহারেণ কনকক্ষেত্রীতি সংজ্ঞা।

পূর্ব্বকালে এই সুবর্ণবণিক্‌দিগের আদি পুরুষ সর্ব্বগুণাকর সনক নামে এক কনকক্ষেত্রী ছিলেন। কনকের ক্ষেত্র যাহার আছে, তাহাকে কনকক্ষেত্রী বলে। যেরূপ কৃষকের ক্ষেত্রকর্ষণাদি দ্বারা ক্ষেত্রী সংজ্ঞা, সেই প্রকার স্বর্ণরূপ ক্ষেত্র ব্যবহার দ্বারা কনকক্ষেত্রী সংজ্ঞা হইয়াছে।

সুবর্ণবণিক্‌দিগের পূর্ব্ব নিবাস অযোধ্যার নিকটস্থ রামগড়। তথায় অনেক বৈশ্য বাস করিতেন। তন্মধ্যে কুশলচন্দ্র আঢ্য নামে এক ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক ও ধনবান্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—সনক, সনাতন ও সনৎকুমার। এই তিন সহোদরের ব্যবসায় সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—

জাতাস্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ।
আসীম্মণেস্তেষু সনাতনো বৈ গন্ধাদি সত্ত্বস্য সনৎকুমারঃ॥

কুশলের তিন পুত্রের মধ্যে সনক কনক ব্যবসায়ী, সনাতন মণি-ব্যবসায়ী এবং সনৎকুমার গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী ছিলেন। সনক কনক ব্যবসায় প্রযুক্ত কনকক্ষেত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা—

"সনক নামা কনকক্ষেত্রী তস্য ভার্য্যা বরাটিকেতি।"

সনক বেদজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী, ধার্ম্মিক এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। বৌদ্ধবিপ্লবে রামগড় ও তন্নিকটস্থ তাঁহার স্বজাতীয় অনেক বৈশ্য ও তাঁহার পিতৃব্য গণপতি আঢ্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, তিনি তাঁহাদিগের সহিত একত্র থাকিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর বিবেচনা করিলেন। এজন্য, তিনি জন্মভূমির মমতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে ৪৮ ঘর বৈশ্য, পুরোহিত জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র, সৈন্যসামন্ত এবং বহু দাস দাসী সমভিব্যাহারে নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া অবশেষে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষক, পরম ধার্ম্মিক, বৌদ্ধবিদ্বেষী, বঙ্গাধিপতি আদি-শূরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুমূল্য মণি মাণিক্য রাজাকে উপঢৌকন দিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগের কারণ জানাইলেন এবং তাঁহার আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। রাজা সনকের সহিত কথোপকথনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার সমভিব্যাহারী বৈশ্যদিগের বাসার্থ এক গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহা অদ্যাপি সুবর্ণবণিক্ দিগের নামানুসারে সুবর্ণগ্রাম বলিয়া খ্যাত আছে। রাজা সনকের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার ও সকল কার্য্যেই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। রাজা যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ বঙ্গ-দেশে কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পাইলেন না, তখন তাঁহারই সাহায্যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করাইয়াছিলেন।

রাজা সুবর্ণবণিক্‌দিগের আচার ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত সুবর্ণ শব্দ বণিক শব্দের পূর্ব্বে যোজনা করিয়া, তাম্র ফলকে খোদিত করত তাঁহাদিগকে সুবর্ণবণিক্ উপাধি উপহার প্রদান করেন। যথা—

স্বর্ণবাণিজ্যকারিত্বাৎ অত্রস্থিত বিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মানবৃদ্ধয়ে॥

আমি (রাজা আদিশূর) স্বর্ণ বাণিজ্য হেতু এই স্থানস্থ বৈশ্যদিগের সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সুবর্ণবণিক্ আখ্যা দান করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন বৃত্তিত্যাগ।

কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও কুসীদগ্রহণ, বৈশ্যের এই চারিটী বৃত্তির মধ্যে কৃষি কার্য্যের দোষ গুণ জানিয়া সুবর্ণবণিকেরা বহুকাল হইতে ঐ বৃত্তিটী এবং তৎসঙ্গে পশুপালন বৃত্তিটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। যথা-

প্রথম। বাণিজ্যে বসতির্লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াম্ ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

ইতি প্রমাণাৎ।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। বাণিজ্যে যে লাভ হয়, কৃষি কর্ম্মে তাহার অর্দ্ধেক হইয়া থাকে। রাজসেবায় কৃষির অর্দ্ধেক এবং ভিক্ষাতে কিছুই লাভ হয় না। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়। দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানিচ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরং॥

মনুসংহিতা। ৭।১১৯।

আটটি গো দ্বারা হল কর্ষণকে ধর্ম্ম্য বলা যায়, জীবিকার হেতু ছয় গো দ্বারা হল কর্ষণ বৈধ, গৃহস্থ ব্যক্তি চারিটি গো দ্বারা হল কর্ষণ করিবেন। দুইটি গো সংবাহন ও কর্ষণে নিন্দিত। এইরূপ হলদ্বয়ে চরিটি গরুতে যত ভূমি কর্ষণ হইতে পারে, ঐ ভূমিকে কুল বলে। দশগ্রামাধিপতি বৃত্তির জন্য কুল ভূমি প্রাপ্ত হইবেন।

উপরি উক্ত শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, জীবিকার নিমিত্ত ছয় গো দ্বারা হল কর্ষণ বৈধ। অতএব, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা দ্বারা হল কর্ষণ অবৈধ। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা ভূমি। এখানে দুই গো দ্বারা হলকর্ষণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিকার্য্য সাধিত হয়। এই জন্য দেখিতে পাইবেন যে, বর্ত্তমান কৃষকেরা দুই গো দ্বারা হল কর্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে ছয় গো দ্বারা হলবহন করিলে, কৃষি কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর।

তৃতীয়। কৃষিকে শাস্ত্রে প্রমৃত বলে। যথা—

———প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং

মনুসংহিতা। ৪।৫।

"কৃষিকর্ম্মে অনেক প্রাণীর হানি হয় বলিয়া উহাকে প্রমৃত বলে"। কৃষি সাধুগণের নিন্দনীয়। যথা—

কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠমযোমুখং॥

মনুসংহিতা। ১০।৮৪।

কোন পণ্ডিত কৃষিকে ভাল বলেন না, উহা সাধু কর্ত্তৃক নিন্দিত, কারণ হল কুদ্দাল প্রভৃতি লৌহ প্রান্ত কাষ্ঠভূমিতে নিহিত জন্তু সকলকে নাশ করে।

উপরি উক্ত উভয় শ্লোকেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কৃষিকার্য্যে জীবহিংসা হয়। সুবর্ণবণিকেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত। তাঁহাদিগের পক্ষে জীবহিংসা নিষিদ্ধ। সুতরাং কৃষিকর্ম্ম তাঁহাদিগের পক্ষে অবিধেয়।

এই সকল কারণে সুবর্ণবণিকেরা কৃষিবৃত্তির দোষ অবগত হইয়া বহুকাল হইতে ঐ বৃত্তিটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য, প্রবাদ আছে যে, "চাসের দোষ গুণ জেনে, চাস চসে না সোণার বেণে।"

সুবর্ণবণিকেরা কৃষি ত্যাগের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছেন, যেহেতু, কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ কৃষিবৃত্তি ত্যাগের আনুষঙ্গিক ফল। কৃষিক্ষেত্র না থাকিলে, গোপালনের সুবিধা হয় না। এজন্য দেখিতে পাইবেন, গোপালকেরা কৃষিক্ষেত্র অথবা মাঠে গোচারণ করিয়া থাকে। সুবর্ণবণিকেরা কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ হেতু গোপালনে অসুবিধা দেখিয়া ঐ বৃত্তিটিও কৃষিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এক্ষণে সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্যের চারিটি বৃত্তির মধ্যে বাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ এই দুইটি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কুসীদগ্রহণ বাণিজ্যের অন্তর্গত। একারণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা বৈশ্যের বৃত্তির মধ্যে কেবল এক মাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বাণিজ্য দ্বারা বৈশ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অপিচ, তাঁহারা বাণিজ্যের মধ্যে প্রধানতঃ কনকেরই

বাণিজ্য করিয়া থাকেন। অতএব কনকক্ষেত্রীই তাঁহাদিগের প্রকৃত সংজ্ঞা।

যদিও সুবর্ণবণিকেরা জীবিকা নির্ব্বাহার্থ গোপালন বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সুবর্ণবণিক্ মাত্রেই ধর্ম্মার্থে গোপালন করিয়া থাকেন। কারণ, শাস্ত্রে বিধি আছে যে. বৈশ্য ধর্ম্মার্থ গোপালন করিবেন এবং গোপালন বৈশ্যের বিশিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

পালয়েচ্চ পশূন্ বৈশ্যঃ পিতৃবৎ ধর্ম্ম মর্জ্জয়ন্।

ইতিপদ্মপুরাণ।

বৈশ্য, ধর্ম্ম উপার্জ্জন নিমিত্ত পিতার ন্যায় গোপালন করিবে।

বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণং।
বার্ত্তা কর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥

মনুসংহিতা। ১০।৮০।

ব্রাহ্মণের স্বকর্ম্মের মধ্যে বেদাধ্যয়ন বিশিষ্ট ধর্ম্ম হয়, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, বৈশ্যের বাণিজ্য ও গোপালন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জানিবে।

সুবর্ণবণিকেরা প্রাণান্তেও গো বিক্রয় করেন না, দান করিয়া থাকেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডিত্য সংঘটন।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি যে কোন জাতীয় ছিলেন তাহার স্থিরতা নাই। আইন আকবরীর মতে তিনি কায়স্থ জাতীয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, এস মহাশয়ের মতে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়া জানি। তাহার প্রমাণ যথা—

বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠ কুলনন্দঃ।

ইতি কুলদীপিকা।

পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা।

ইতি কবিকণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্যকুলজী।

ইতিহাসে বল্লালের পিতা যে কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত বল্লালচরিতের পরিশিষ্টে তাঁহার জন্ম ও চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

আমরণং যথা সত্যং সর্ব্বলোক সুবিশ্রুতম্।
অজ্ঞাত পিতৃনামাসৌ নানা বাদস্তথা শৃণু॥
কেচিদ্বদন্তি বল্লালো বিশ্বক্সেনদ্বিজাত্মজঃ।
শুকসেনাত্মজঃ কে বা আদিশূরাত্মজস্তথা॥
কে বা বিজয়সেনস্য ব্রহ্মপুত্ত্রনদস্য বা।
নিশ্চিতং জারজঃ সোঽপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধীশ্চ বৈ॥
চণ্ডালডোমকন্যাদৌ রতোঽসৌ সাধুপীড়কঃ।
পরশ্রীকাতরো দ্রোহী পররাজ্যধনেষু চ॥

যে সত্য মরণ পর্য্যন্ত সকল লোকের সুবিদিত, অর্থাৎ উক্ত রাজার পিতার নাম অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে, শ্রবণ কর। কেহ বলেন, বল্লাল রাজা বিশ্বক্ সেন নামক ব্রাহ্মণের পুত্র

কেহ বা বলেন, শুক সেনের পুত্র, কেহ বলেন, আদিশূরের পুত্র; কেহ বলেন, বিজয় সেনের পুত্র, কেহ বা বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র। (যাহা হউক) তিনি নিশ্চয় জারজ, দুষ্কর্ম্মান্বিত, মন্দবুদ্ধি, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির কন্যাতে আসক্ত, সাধু ব্যক্তিদিগের পীড়াদায়ক, পরশ্রীকাতর এবং পরের রাজ্য ও পরধন-অপহারক ছিলেন।

বল্লাল যদিও ক্ষমতায় সমাজে অদ্বিতীয় ছিলেন, তথাপি স্বীয় জন্মের জঘন্যতা স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হইতেন। তিনি সময়ে সময়ে মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই ধারণ করিতেন, কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। তিনি ক্রমাগত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, যদি তিনি দেবপুত্ররূপে খ্যাত হইতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার জন্মের জঘন্যতা তিরোহিত হইবে। এই জন্য তিনি ইচ্ছা করিতেন যে, লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলুক। এ কারণ অনেকে তাঁহার সন্তোষ-সাধন করিবার নিমিত্ত অথবা তাঁহার ভয়ে তাঁহাকে ঐরূপই বলিত।

তিনি স্বীয় দেবপুত্রত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার গুরু ও তৎশ্রেণীস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহার পুরোহিত শোভাকর প্রভৃতি স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অম্বষ্ঠ জাতীয় রাজা দ্বারা ব্রাহ্মণের কৌলীন্য ও মৌলিকত্ব স্থাপন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং অপমানসূচক উল্লেখ করিয়া আপত্তি করাতে এবং তাঁহার ডোম কন্যা গমন জন্য প্রায়শ্চিত্ত অশাস্ত্রীয় উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে অনুপস্থিত থাকাতে, তিনি তাঁহাদিগকে সামান্য এবং বংশজ বলিয়া অপদস্থ করেন।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে, যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, নিম্নলিখিত কতিপয় কারণে (যাহা আনন্দ ভট্টকৃত বল্লাল চরিতে লিখিত আছে এবং জনশ্রুতিও বলে) তাঁহার ক্রোধ সেইরূপ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তজ্জন্য তিনি সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বলপূর্ব্বক অন্যায়রূপে রাজাজ্ঞা দ্বারা বৈশ্যাচার হইতে ভ্রষ্ট করিলেন।

তিনি নির্দ্দয়, ক্রূর, চক্রী এবং যথেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার পাত্রবিত্তাপলালসা এত প্রবল ছিল যে, তিনি অকারণে মণিপুরীয়দিগের সহিত অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয় এত অপরিমিত

ছিল যে, তাঁহার রাজভাণ্ডারে যুদ্ধোপযোগী ধনের অভাব হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহার উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন সুবর্ণবণিক্ জাতীয় তৎকালীন বঙ্গদেশস্থ সর্ব্বপ্রধান ধনী চতুর্দ্দশ কোটী মুদ্রার অধিপতি সনকবংশীয় বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট হইতে পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধ না করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বল্লভানন্দের নিকট পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করিলেন। বল্লভানন্দ ঋণদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন যে, আমি যে প্রকারে হউক যুদ্ধ সমাপন করিব, আর ঋণ গ্রহণ করিব না। ইহা শুনিয়া বল্লভানন্দ দ্বিতীয় বার ঋণ দান করিলেন। কিন্তু রাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। তিনি যুদ্ধ অবসান না করিয়া যুদ্ধ স্থান হইতে পুনবায় পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা ঋণগ্রহণ প্রার্থনায় বল্লভানন্দের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। বল্লভানন্দ ঋণ দান না করিয়া প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত পালন না করাতে তাঁহার অধর্ম্ম হইয়াছে, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, অম্বষ্ঠ জাতির নহে; অতএব উপস্থিত অধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। রাজা অর্থাভাবে ভগ্নমনোরথ হইলেন এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া কোন মতে মণিপুরীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। সুবর্ণ বণিক্‌দিগের প্রতি বল্লালের ক্রোধ উদ্দীপনের এই প্রথম কারণ।

রাজা ডোম জাতীয় এক কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, দেশময় রাজার কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল। এই কলঙ্কের বিষয় রাজপুত্র লক্ষ্মণসেনের গোচর হইলে, তিনি রাজাকে যে দুই পত্র লিখিয়াছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা যাহা লিখিয়াছিলেন, সে সকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। লক্ষ্মণ সেনের পত্র। যথা—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রুমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥

হে জল! শৈত্য গুণ তোমার সহজ ও স্বচ্ছতা তোমার স্বাভাবিক।

যখন লোকে তোমাকে স্পর্শ করিয়াই পবিত্র হয়, তখন তোমার পাবনতার বিষয় কি বলিব? যখন তুমি জীবগণের জীবন, তখন তোমার অন্য কি স্তুতিবাদ করিব? তুমি যদি নীচগামী হও, তাহা হইলে, তোমাকে কে নিবারণ করিতে পারে?

বল্লালসেনের উত্তর। যথা—

তাপোনাপগত স্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলি স্তনো
র্ন স্বচ্ছন্দ মকারি কন্দকবলং কা নাম কেলীকথা।
দূরোন্মুক্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈ রকারণ মহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ॥

তাপও অপগত হয় নাই, তৃষ্ণাও ক্ষীণ হয় নাই, শরীরের ধূলিও ধৌত হয় নাই, এবং কন্দও স্বচ্ছন্দে ভক্ষিত হয় নাই, ইহাতে ক্রীড়ার কথা কি? কিন্তু হস্তী দূর হইতে প্রসারিত কর দ্বারা পদ্মিনীকে স্পর্শ করিতে না করিতে, ভ্রমরেরা ঝঙ্কার রূপ কোলাহল করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মণসেনের প্রত্যুত্তর। যথা—

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং।
তথাপ্যুচ্চৈ র্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ॥
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো।
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥

অপবাদ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, তথাপি জনরব তেজীয়ান্ মহৎ ব্যক্তির মহিমাকে নষ্ট করে। দেখুন, অশেষ তমোনাশক সূর্য্য কন্যাগত হইয়া তুলায় উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার সে তেজ থাকে না।

বল্লালের প্রত্যুত্তর। যথা—

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা।
বিধাতুর্দ্দোষোঽয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি॥
স কিং নাত্রেঃ পুত্রঃ ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি।
র্নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি॥

কোন রূপে সুধাংশুর যে কলঙ্ক কথা ঘটিয়াছিল, ইহা বিধাতারই দোষ। তাহাতে গুণনিধি চন্দ্রের কোন ক্ষতি নাই। তিনি কি অত্রি মুনির পুত্র নহেন? তিনি কি মহাদেবের চূড়ামণি নহেন? তিনি কি অন্ধকার নষ্ট করেন না? তিনি কি জগতের উপরিভাগে বাস করেন না?

রাজপুত্র যখন দেখিলেন যে তাঁহার পিতা ডোম কন্যায় আশক্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন এবং ধর্ম্ম ও লজ্জার মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তিনি অগত্যা পত্র লিখিতে ক্ষান্ত হইলেন।

যখন লক্ষ্মণ সেনের পত্রে রাজার কিছু মাত্র চৈতন্য হইল না, বরং ডোম কন্যার তাহার আশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন তিনি ডোম কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাণীকে পর্য্যন্ত তাচ্ছীল্য করিতে লাগিলেন, যখন তিনি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া ডোমকন্যার সহবাসে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন তখন কতিপয় তরুণবয়স্ক সুবর্ণবণিক্ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক নাটক রচনা করিয়া রাজার চরিত্র সংশোধন উদ্দেশে রঙ্গভূমিতে ঐ কদর্য্য কার্য্যের অভিনয় করিয়াছিলেন। রাজার ক্রোধের এই দ্বিতীয় কারণ।

বল্লাল লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত ডোমকন্যা সহবাসজনিত পাপের কৃত্রিম প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ঐ প্রায়শ্চিত্ত অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাঁহার গুরু পুরোহিত এবং অনেক স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সেই কার্য্যে উপস্থিত হয়েন নাই। অনন্তর রাজা এক যজ্ঞ করিলেন। ঐ যজ্ঞে ভ্রাতৃগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সুবর্ণবণিকেরা রাজাকে পতিত বলিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। রাজার ক্রোধের এই তৃতীয় কারণ।

এই সকল কারণে রাজার ক্রোধাগ্নি এত প্রজ্বলিত হইয়াছিল যে তিনি ব্রাহ্মণ সমাজের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যথা:—

রাজা বল্লালসেনঃ ক্রোধাবিষ্টঃ প্রতিজানীতে যদি হিরণ্যবণিজো নীচজাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দ প্রভৃতীনাঞ্চ কষ্টং ন দাস্যামি তদা গো ব্রাহ্মণ গোবিন্দঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি তানি মে ভবিষ্যন্তীতি।

অন্ধস্য রাজ্ঞঃ শতপুত্রবিনাশে ভীমসেনেন যাদৃশী প্রতিজ্ঞা কৃতা, স্বর্ণবণিজাং বিষয়ে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা।

ইতি আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিত।

রাজা বল্লাল সেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, যদি আমি সুবর্ণবণিক্‌দিগকে নীচ জাতি মধ্যে গণনীয় করিতে না পারি, তাহা হইলে, গো ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যায় যে পাপ হয়, সেই পাপ আমার হইবে। যেমন ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুবর্ণবণিক্‌দিগের বিষয়ে আমার প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপ জানিবে।

রাজা বিনা দোষে সুবর্ণবণিক্‌দিগকে নীচ জাতি মধ্যে গণ্য করিতে সাহসী হইলেন না। অতএব, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের দোষ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ছিদ্রান্বেষী রাজা যখন অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদিগের কোন ছিদ্রই পাইলেন না, তখন কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে পতিত করিতে হইবে, স্থির করিলেন। কৌশল শীঘ্রই উদ্ভাবিত হইল। সম্বিদ্রা ও ক্রূপ নামক ব্রাহ্মণ দ্বয়ের সাহায্যে তাঁহার মনোরথ সফল হইল। তিনি কৃত্রিম প্রায়শ্চিত্তে যে সকল তোলক পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণগাভী দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক স্বর্ণগাভীর গর্ভ অলক্তক রসে পূর্ণ করিয়া ঐ স্বর্ণগাভী সম্বিদ্রাকে দান করিয়াছিলেন। রাজার কুমন্ত্রণায় ঐ ব্রাহ্মণ ঐ স্বর্ণগাভী শ্রীবিন্দ পাহিনী নামক জনেক সুবর্ণবণিকের বাণিজ্য গৃহে বিক্রয়ার্থ লইয়া যান। বণিক্ স্বর্ণ পরীক্ষার্থ লৌহ দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে, স্বর্ণগাভীর গর্ভ হইতে রক্তের ন্যায় অলক্তক রস নির্গত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, এই সুবর্ণবণিক্ গোহত্যাকারী; রাজা দেবপুত্র, সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ। তাহার যজ্ঞে মন্ত্রপূত স্বর্ণগাভী জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুবর্ণবণিক্ সেই গাভীকে হত্যা করিয়াছে। এইরূপে সুবর্ণবণিকের গোহত্যা প্রতিপাদিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বকথিত ক্রূপ নামক ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ মতে একটি স্বর্ণগাভী বিক্রয়ার্থ নৃপঞ্জয় পোতাদার নামক একজন সুবর্ণবণিকের নিকট লইয়া আসিলেন ও কহিলেন যে, অদ্য সায়ংকাল হইয়াছে, পথে দস্যুভয় আছে, অতএব, আপনার নিকট এই স্বর্ণধেনু রাখুন, কল্য আসিয়া ইহার মূল্য লইয়া

যাইব। পরে ষষ্ঠ দিবসে ঐ ব্রাহ্মণ নীচ জাতীয় এক ব্যক্তিকে ধেনুর চোর সাজাইয়া রাজপ্রহরিগণ সমভিব্যাহারে বণিকের নিকট উপস্থিত হইল। কৃত্রিম চোর কহিল যে, আমি এই বণিক্‌কে ঐ গাভী বিক্রয় করিয়াছি। নির্দ্দোষ বণিক্ বৈদ্যবংশীয় নৃচক্ষু নামক বিচারপতির বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এইরূপে বণিকের স্বর্ণ চুরি প্রতিপাদিত হইয়াছিল।

রাজা এইরূপে সংকল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া স্বর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। যথা—

অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানং বণিজাং যজ্ঞোপবীতধারণং ব্যর্থং, এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্, অতোঽদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি, বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যা-কারিণশ্চ তদেতে অদ্য পর্য্যন্তং পতিতাঃ শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ, এতৈঃ সহ যে ভোজনবিহরণৈকাসনাক্রমণ যজনপংক্তি-ভোজনাদিকং করিষ্যন্তি তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি, অতস্তদ্-যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য প্রভৃতি পাতিত্যম।

ইতি আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিত।

অদ্যাবধি ক্রিয়াহীন বণিক্‌গণের যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা। ক্রিয়াহীনতা প্রযুক্ত ইহাদিগের শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে। অতএব, অদ্যাবধি ইহারা শূদ্র। ইহা-দিগের শূদ্রবৎ ক্রিয়াদি হইবে। বিশেষতঃ ইহারা সকলে গোহরণ ও গো-হত্যা করিয়াছে। অতএব, ইহারা অদ্যাবধি পতিত এবং শিষ্ট জন কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য। ইহাদিগের সহিত যাহারা একত্র ভোজন, বিহার, উপবেশন, যজন, পংক্তিভোজনাদি করিবে, তাহারাও পতিত হইবে। অতএব, ইহাদিগের যাজক ব্রাহ্মণদিগেরও এই অবধি পাতিত্য হইবে।

বল্লালের এই আজ্ঞা প্রচারিত হইলে, সুবর্ণবণিক্‌দিগকে যজ্ঞোপবীত ও বৈশ্যাচার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই রূপে বল্লাল অলীক কারণ সংঘটন করিয়া কল্পিত ঘটনা প্রচার করত লোকলোচনে ধূলি মুষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক

তাঁহাদিগের বৈশ্যাচার হরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রজারাও সেই কল্পিত রটনাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিদিত আছে যে, বলবান্ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন সামান্য লোকে তাহার অনুবর্ত্তী হয়। যথা—

যদ্‌যদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

ইতি ভগবদ্গীতা।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, সামান্য ব্যক্তিরা সেই রূপ আচবণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করেন সামান্য ব্যক্তিরাও সেই প্রমাণের অনুবর্ত্তী হয়। সুতরাং বল্লালেব প্রজাবা তাঁহার প্রীত্যর্থ সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাদৃশ বিরোধী ব্যবহার, যাহার মূলে শাস্ত্র অথবা যুক্তি নাই, তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যেথানে জাতির জন্য লোকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, যেথানে জাতির জন্য নিষ্কোষিত তরবারি ও শাণিত অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, ভারতবর্ষের সেই সকল প্রদেশে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেব উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা (যাঁহাবা শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর জাতির হস্তে জল গ্রহণ করেন না) সুবর্ণবণিক্‌দিগের হস্তে জল পান করিয়া থাকেন এবং সেই থানেই তাঁহাদিগেব জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাঁহাবা বৈশ্য বলিয়া পবিচিত। অপিচ ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা তাঁহাদিগকে বৈশ্যেব জাতিগত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। তথাকার আচাব ব্যবহারই সদাচার এবং লোকের অনুকরণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা-

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনুসংহিতা। ২।১৭, ১৮, ১৯, ২০।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই প্রশস্ত নদীর মধ্যস্থানে যে সকল দেব নির্ম্মিত প্রশস্ত দেশ আছে তাহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। এই ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে পরম্পরা ক্রমাগত ব্রাহ্মণাদির যে আচার ব্যবহার আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতি সকলেরই সেই সদাচার জানিবে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়েকটি দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে, উক্ত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। এই সমুদয় দেশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবেক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাতিত্য খণ্ডন।

সুবর্ণবণিক্‌গণ নিম্নলিখিত কারণে বল্লালের অনুজ্ঞায় পতিত হইতে পারেন না।

প্রথম। বল্লাল যে কারণ সংঘটন করিয়া তাঁহাদিগকে পতিত করিয়াছেন, তাহা আদৌ অলীক ছিল।

দ্বিতীয়। কারণ সত্য মানিয়া লইলেও, শ্রীবিন্দ পাহিনী এবং নৃপঞ্জয় পোতাদার এই ব্যক্তিদ্বয় ভিন্ন, ঐ কারণে অপরে পতিত হইতে পারেন না, কারণ, কলিতে সংসর্গদোষ নাই। যথা—

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ত্বর্থমাদায় কলৌ পতিত কর্ম্মণা॥

উদ্বাহতত্ত্বধৃত পরাশর বচন।

সত্য যুগে পতিতের সম্ভাষণ করিলে, ত্রেতাতে পতিতকে স্পর্শ করিলে ও দ্বাপরে পতিত ব্যক্তির অর্থ গ্রহণ করিলে, পতিত হইত, কলিতে পতিতের কর্ম্ম না করিলে, পতিত হয় না।

তৃতীয়। ব্রাহ্মণেরা বল্লালদত্ত যজ্ঞীয় শত শত স্বর্ণধেনু বিক্রয়ার্থ সুবর্ণবণিক্‌দিগের নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্বর্ণ ধেনু লৌহদণ্ড দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। লৌহ দণ্ডের আঘাতে তাহাদিগের গর্ভ হইতে রক্তপাত হয় নাই এবং তাহারা হাম্বারব করিয়া চাৎকারও করে নাই। লৌহ দণ্ডাঘাতে কেবল স্বস্তিদ্রার স্বর্ণধেনুর রক্তপাত হইল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, যেহেতু, যজ্ঞে শত শত স্বর্ণ ধেনু উৎসর্গ হইয়াছিল। তন্মধ্যে যে কেবল একটি মাত্র স্বর্ণ-ধেনু জীবত্ব প্রাপ্ত হইল, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

চতুর্থ। কলি যুগের যজ্ঞে যে সকল পশু হত হইয়াছে, অথবা মৃত্তিকা প্রস্তর কাষ্ঠ কিম্বা ধাতুনির্ম্মিত যে সকল পশু উৎসর্গ হইয়াছে, সে সকল

পশু জীবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব বল্লালের যজ্ঞে স্বর্ণধেনু জীবন লাভ করে নাই।

পঞ্চম। বল্লাল স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদ্য, তাঁহার শাস্ত্রীয় বৃত্তি চিকিৎসা। ক্ষত্রিয়েরই বৃত্তি রাজ্য-পালন। এ কারণ বল্লাল শাস্ত্রানুসারে পতিত। যথা—

দশসূনাসমঞ্চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমো নৃপঃ॥
দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা—

মনুসংহিতা। ৪।৮৫, ৮৬।

মাংসবিক্রয়ী দশ জনের যে দোষ, এক তৈলিতে (কলু) সেই দোষ গুলি সমুদয় আছে, তৈলির যে দোষ শৌণ্ডীতে তাহার দশগুণ দোষ অধিক, দশ জন শুণ্ডীর যে দোষ বেশ্যার আয়ের অংশভোজী একজনের সেই দোষ, বেশ্যাভৃতিভুক্ দশজনের যে দোষ ক্ষত্রিয় ভিন্ন এক নৃপতিতে সেই সমুদয় দোষ হয়। যে ব্যক্তি আপনার জীবিকার জন্য দশ সহস্র সূনা (পশুবধ স্থান) সংস্থাপন করে, অক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাহারই সমান জানিবে।

বল্লাল সেন বিশ্বক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। যথা—

আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেন বংশ তাজা।
বিশ্বক্ সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা।

ইতি ঘটক কারিকা।

কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের পুত্রত্ব শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—

দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বে ন পরিগ্রহঃ।

ইতি উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদি পুরাণ বচন।

কলিতে দত্তক ও ঔরসপুত্র ভিন্ন ক্ষেত্রজ পুত্রকে পুত্রত্বে গ্রহণ করা নিষেধ।

এজন্য, বল্লালের শাস্ত্রীয় পুত্রত্ব নাই বলিয়া তিনি পতিত। বারেন্দ্র কুলজীতে বল্লালের ডোম কন্যা গমনের পরিবর্ত্তে চণ্ডালী গমন উল্লেখ আছে। এ কারণও তিনি পতিত।

চণ্ডালীগমন গুরুপত্নী গমন তুল্য মহাপাপ এবং পঞ্চ মহাপাতকের অন্তর্গত। যথা—

রেতঃ সেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥

মনুসংহিতা। ১১।৫৯।

সহোদরা ভগিনী, কুমারী, চণ্ডালী, সখার স্ত্রী ও পুত্রবধূতে রেতঃসেক গুরুপত্নী গমনতুল্য পাতক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, বল্লাল ত্রিবিধ প্রকারে পতিত।

পতিতের যজ্ঞে স্বর্ণধেনু জীবত্ব লাভ করিতে পারে না।

ষষ্ঠ। বল্লাল যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন তাহাও অশাস্ত্রীয় হইয়াছিল। কারণ, তিনি জ্ঞানত চণ্ডালী গমন করিয়াছিলেন। অজ্ঞানত চণ্ডালী গমন স্বীকার করিলেও তিনি দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রত করেন নাই। জ্ঞানত চণ্ডালী গমনে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানত গমনে দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রত শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। যথা—

গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাদ্রেতঃ সিক্ত্বা স্বযোনিষু।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ॥

মনুসংহিতা। ১১।১৭১।

সহোদরা ভগিনী, মিত্রভার্য্যা, পুত্রভার্য্যা, কুমারী ও চণ্ডালী গমন করিলে, জ্ঞানপূর্ব্বক এবং অভ্যাসে প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অজ্ঞানত দ্বাদশবার্ষিকাদি ব্রত করিতে হইবে। এজন্য, তাঁহার গুরু পুরোহিত এবং অনেক স্বাধীনচেতা লোভশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ প্রায়শ্চিত্ত কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন না। অব্রত প্রায়শ্চিত্তের যজ্ঞে স্বর্ণধেনু জীবন লাভ করিতে পারে না।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অকৃত প্রায়শ্চিত্ত পতিত বল্লালের যজ্ঞীয় স্বর্ণধেনু জীবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই এবং এতাদৃশ ব্যক্তির অনুজ্ঞায় সুবর্ণবণিকেরা পতিত হইতে পারেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিরুদ্ধবাদীদিগের মত খণ্ডন।

সুবর্ণবণিক্‌দিগের বিপক্ষে যে দুই চারিটি বিরুদ্ধ বচন পাওয়া যায়, তাহা কেবল তাহাদিগকে সমাজে হীন করিবার নিমিত্ত বিদ্বেষবুদ্ধি-পরতন্ত্র পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
বরাট মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণং॥

ব্যাস সংহিতা।

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলক ও গোমাংস-ভোজী, ইহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলে। ইহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলে, স্নান করিবে ও ইহাদিগকে দর্শন করিলে, সূর্য্যকে দেখিয়া শুদ্ধ হইবে।

এই শ্লোক পাঠে কখন হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ইহা কোন বাতুল পণ্ডিত কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত।

প্রথমতঃ। অন্ত্যজ জাতির অর্থ যে জাতি অন্তে, অর্থাৎ শেষে জাত। বণিকেরা তৃতীয় বর্ণ। ইহারা অন্তে জাত নহেন। এতএব ইহারা অন্ত্যজ জাতি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ। পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বণিকের অন্যতর নাম বৈশ্য।' ব্যাস সংহিতার এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, বৈশ্য অর্থাৎ বণিক্ দ্বিজাতি। যথা—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সংহিতায় বণিক্‌কে এক স্থানে দ্বিজাতি ও অন্যস্থানে অন্ত্যজ জাতি বলিয়াছেন, এরূপ হইতে পারে না। তাঁহার লেখনী হইতে কখনই এরূপ অসংলগ্ন বচন নিঃসৃত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব উক্ত শ্লোকটি আধুনিক ও সন্নিবেশিত।

গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংস্যকো মণিকারকঃ।
সুবর্ণজীবিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজঃ স্মৃতাঃ॥
শাঙ্খিকাৎ কাংস্যকন্যায়াং মণিকারঃ প্রজায়তে।
কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণ জীবিকোঽভবৎ॥

পরাশর পদ্ধতি।

গন্ধদ্রব্য, শঙ্খ, কাংস্য, মণি এবং সুবর্ণব্যবসায়ী, এই পঞ্চ বণিক্। শঙ্খকার পুরুষ হইতে কাংস্যকার রমণীর গর্ভে মণিকারের উৎপত্তি। কাংস্যকার পুরুষ হইতে মণিকার নারীর গর্ভে সুবর্ণ ব্যবসায়ীর উৎপত্তি।

প্রথমতঃ। শঙ্খকার ও কাংস্যকার বণিক্ নহে, ইহারা শিল্পী। শিল্পীর শ্রেণীতে বণিক্‌দিগকে সন্নিবেশিত করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয়তঃ। পরাশর পদ্ধতি পরাশর সংহিতা অবলম্বনে রচিত। সংহিতাতে যাহা নাই, পদ্ধতিতে তাহা থাকিতে পারে না। সংহিতাতে সুবর্ণ বণিকের কোন উল্লেখ নাই। পদ্ধতিতে তাহার বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পদ্ধতির সুবর্ণবণিকের বৃত্তান্ত সংহিতার অতিরিক্ত। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপরি উক্ত শ্লোকটি আধুনিক ও সন্নিবেশিত।

কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণ চৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ॥

ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ।

কোন বণিক্ বিশেষ স্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ণ চৌর্য্যাদি দোষে ব্রহ্মশাপে পতিত হয়।

এই বচন সুবর্ণবণিক্‌দিগের স্বর্ণকার সংসর্গ হেতু তাহাদিগকে পতিত

বর্ণনা করিতেছে, এরূপ ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু এই ভ্রম নিতান্ত অমূলক।

প্রথমতঃ। কোন কোন হস্তলিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ গ্রন্থে কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ ইত্যাদি পাঠ আদৌ নাই। তর্কের অনুরোধে কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ ইত্যাদি পাঠ থাকা স্বীকার করিয়া লইলেও কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ কোন বণিক্ বিশেষ অর্থাৎ জনৈক বণিক্ বুঝাইবে, সুবর্ণবণিক্ বুঝাইবে না। বিতণ্ডায় কশ্চিদ্বণিক্ ইহার অর্থ কশ্চিৎ সুবর্ণবণিক্ স্বীকার করিলেও, সমস্ত সুবর্ণবণিক্কে বুঝাইতে পারে না, জনৈক সুবর্ণবণিক্কে বুঝায়। জনৈক সুবর্ণবণিক্ পতিত হইলে সমস্ত সুবর্ণবণিক্ পতিত হইতে পারে না। যেমন কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ বলিলে, সমস্ত ব্রাহ্মণ বুঝাইতে পারে না, একজন ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, এখানেও সেইরূপ।

দ্বিতীয়তঃ। কথিত বচন বেদব্যাসের রচিত বলিয়া কদাপি বিশ্বাস হয় না। যেহেতু উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন অংশে সামঞ্জস্য নাই। যথা—

বভূব গর্ভঃ কামিন্যাঃ পরিপূর্ণঃ সুদুর্বহঃ।
সা সুসাব চ তত্রৈব পুত্রান্নব মনোহরান্॥
কৃতশিক্ষিতশিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক।
পূর্ব্বপ্রাক্তনতো যুগ্যান্ বলযুক্তান্ বিচক্ষণান্॥
মালাকার কর্ম্মকংস শঙ্খকার কুবিন্দকান্।
কুম্ভকার সূত্রধার স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা॥
তৌচ তেভ্যো বরং দত্ত্বা তান্ সংস্থাপ্য মহীতলে।
মানবীং তনুমুৎসৃজ্য জগ্মতুর্নিজমন্দিরং॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।
বভূব পতিতঃ সদ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা॥
সূত্রধারো দ্বিজানাস্তু শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা॥

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥
কশ্চিদ্বর্ণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ॥
কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥
অট্টালিকাকারবীজাৎ কুম্ভকারস্য যোষিতি।
বভূব কোটকঃ সদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ॥
কুম্ভকারস্য বীজেন সদ্যঃ কোটকযোষিতি।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটিল পতিতো ভুবি॥

ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ। ১০।৮৮।৯৮।

ঘৃতাচী গর্ভবতী হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণগর্ভা হইলেন। তাঁহার গর্ভে মনোহর নয় পুত্র জন্মে। হে শৌনক! মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, (তন্তুবায়) কুম্ভকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার এবং চিত্রকর এই নয় পুত্র শিল্পকার্য্যকুশল জ্ঞানযুক্ত এবং পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ বলযুক্ত ও বিচক্ষণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্বর্গবিদ্যাধরী ঘৃতাচী এবং দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, এই প্রকারে শাপভ্রষ্ট ও মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জাতিস্মরত্ব প্রভাবে উভয়ে সম্মিলনে নয় পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক উভয়েই তাহাদিগকে বরপ্রদান ও ধরাতলে সংস্থাপন করিলেন। পরে আপনা-দিগের শাপসম্ভূত মানবদেহ পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বর্গধামে গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তৎপরে বিশ্বকর্ম্মার সেই নয় পুত্রের মধ্যে স্বর্ণকার কোন ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরি করিয়া স্বর্ণ চৌর্য্যাপরাধে ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছে। সূত্রধর ব্রাহ্মণের যজ্ঞ কাষ্ঠ শীঘ্র না আনিয়া ও চিত্রকর ব্রাহ্মণের চিত্র ব্যতিক্রম করিয়া ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছিল। স্বর্ণকারের সংসর্গে কোন বণিক্‌বিশেষ স্বর্ণ চৌর্য্যাদি দোষে ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছে। কুলটা শূদ্রার গর্ভে ও চিত্রকরের ঔরসে অট্টালিকাকারের উৎপত্তি। ইহারা জারজ দোষে পতিত। অট্টালিকাকারের ঔরসে ও

কুম্ভকার ভার্য্যার গর্ভে কোটক জাতির জন্ম। ইহারা পিতৃদোষে পতিত। এই কোটক জাতি গৃহকারক নামে খ্যাত। কুম্ভকারের বীর্য্যে ও কোটক পত্নীতে তৈলকার জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা কুটিলস্বভাব ও জারজ দোষে পতিত।

উপরি উক্ত শ্লোক সমূহে এক এক জাতির প্রথমে উৎপত্তির বিষয় পরে পাতিত্যের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণবণিক্‌দিগের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ না করিয়া একেবারে পাতিত্যের কারণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। ইহাতে রচনা প্রণালী রক্ষিত হয় নাই। বেদব্যাসের লেখনী হইতে কখনই এরূপ অসংলগ্ন রচনাপ্রণালী নিঃসৃত হইতে পারে না।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে তাহাতে বণিকের নামমাত্র নাই। সর্ব্বজ্ঞ মনু কোন স্থানে বণিক্‌কে অন্ত্যজ পতিত অথবা বর্ণসঙ্কর বলেন নাই, বরং তিনি বণিক শব্দ বৈশ্য শব্দের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বণিক্ অর্থাৎ বৈশ্যকে তৃতীয় বর্ণ বলিয়াছেন। অতএব বিরোধী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অথবা অন্য পুরাণের বচন এবং ব্যাসসংহিতার বচন কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, মহর্ষি ব্যাসদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

যে স্থলে বেদ ও স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ, আর স্মৃতি ও পুরাণে পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রধান।

দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন——

মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতি সা ন প্রশস্যতে।

মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশংসনীয় নহে।

বৃহস্পতি আরও বলিয়াছেন——

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।

মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব তিনিই প্রধান।

বেদে ছান্দগ্য ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে——

মনুর্ব্বৈযৎ কিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং।

মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাই মহৌষধ, অর্থাৎ প্রধান।

বেদব্যাসের সংহিতায় বণিক্ অন্ত্যজ ও বেদব্যাসের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বণিক্ পতিত। যে বণিক্ অন্ত্যজ সেত সহজেই পতিত। অন্ত্যজের আবার পাতিত্য কি? আবার তাহার উপর ব্রহ্মশাপ। একেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। পরাশর পদ্ধতি অনুসারে বণিক্ বর্ণসঙ্কর। এই যদি স্থির হয় তাহা হইলে বেদব্যাসের ত্রিকালজ্ঞত্ব থাকে না। যেহেতু মনুসংহিতায় সত্যযুগে, বাল্মীকির রামায়ণে দ্বাপর যুগে, ব্যাসদেবের মহাভারতে ত্রেতা যুগে এবং ব্যাস দেবের অবতার বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে কলিযুগে বণিক্ বৈশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব, সুবর্ণবণিক্‌দিগের বিরুদ্ধে যে সকল বচন দৃষ্ট হয়, সেগুলি এক্ষণে শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে কল্পিত ও সন্নিবেশিত প্রতিপন্ন হইল।

এতদ্ভিন্ন অদ্বিতীয় স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি জগন্মান্য পণ্ডিতগণ মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১২০ শ্লোকের অনুবাদে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রাগুক্ত বচন সকল কৃত্রিম প্রতিপন্ন হইতেছে; যথা—

এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্তের ব্যবসায় বৈশ্য বর্ণের জাতীয় ব্যবসায় এবং সুবর্ণ বণিক্ প্রভৃতি জাতিরা বৈশ্য জাতি। বিশেষতঃ বৈশ্যের উপাধি আঢ্য সুবর্ণবণিক্ মধ্যে দৃষ্ট হয়, অন্য জাতির আঢ্য উপাধি নাই, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত এবং বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সুবর্ণ ও গন্ধ বণিক্‌কে শূদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত দেখা যায়। ইহাতে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হয়; কিন্তু উভয় পুরাণান্তর্গত ঐ সকল বচনের পরস্পর বিভিন্নতা ও অনৈক্য তথা অনুলোম বিলোম জাতির সম্বন্ধে অবিচার দৃষ্ট হয়, একের মধ্যে কায়স্থ নিন্দিত, অপরে অম্বষ্ঠ শূদ্র মধ্যে গণিত; পরন্তু উক্ত বচন সমূহের রচনাও আধুনিক বোধ হয়। ইহাতে তাহা মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রণীত বলিয়া কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে, অতএব অনুভূত হইতেছে যে, এ প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার বা বিদ্বেষমূলক বচন

কৃত্রিম ; তাহার সাক্ষী মুদ্রাঙ্কিত ব্যাস সংহিতায়, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার কুটুম্বিনঃ প্রভৃতি শ্লোক। এই সকল কল্পিত বচনের প্রাতিকূল্যে এবং মন্বর্থের আনুকূল্যে অমর সিংহের অভিধান এবং অন্যান্য সমূলক শাস্ত্র তথা প্রাচীন ব্যবহারাদি দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি, বৈশ্য-বাচক নানা শব্দ মধ্যে "বণিক্" এই শব্দ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এতদ্দেশে বণিক্ জাতির সুবর্ণ ও গন্ধ যে দুইটি উপাধি আছে, তাহা কেবল তত্তৎ দ্রব্য ব্যবসায় সম্বন্ধে সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গে আরোপিত কোন জাতিমালায় যে পঞ্চ বণিক্ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কারুকাদি শিল্পিক জাতির মধ্যে বণিক্ শব্দ নিবেশিত দেখা যায়, ইহাতে বণিক্‌কে শূদ্র ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু ঋষিপ্রণীত কোন গ্রন্থেই শিল্পিক জাতিকে বণিক্ কহেন নাই এবং বৈশ্যেতর অন্য কোন জাতি বণিক্ বলিয়া উক্ত হয় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিযোবৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

মনুসংহিতা। ১০।৪।

কুল্লূক ভট্টকৃত টীকা—ব্রাহ্মণ ইতি। ব্রাহ্মণাদয়স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতিসংজ্ঞাঃ স্যুস্তেষামুপনয়নবিধানাৎ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি শব্দে কহা যায়, যেহেতু ইহাদিগেব উপনয়ন সংস্কার আছে।

আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতে র্ব্বিশঃ॥
অতউর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥

মনুসংহিতা। ২।৩৮।৩৮।

ব্রাহ্মণেব গর্ভাবধি ষোডশ বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠাবধি ১৪ বৎসব ৩ মাসের পব ১৫ বৎসব ৩ মাস পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়েব দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠেব পব ২১ বৎসব ৩ মাস পর্য্যন্ত বৈশ্যেব চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠেব পব ২৩ বৎসব ৩ মাস পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল অতিক্রান্ত হয় না। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎকাল পর্য্যন্তও সংস্কৃত না হয় তাহা হইলে ইহাবা গায়ত্রীভ্রষ্ট হইয়া মাননীয় মহাত্মাদিগের নিন্দনীয় হয় এবং তাহাদিগকে ব্রাত্য বলা যায।

ব্রাত্যতা উপপাতকের মধ্যে গণ্য। যথা—

* * *

ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ
ভৃত্যাচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ ॥

* * *

মনুসংহিতা। ১০।৬৩।

ব্রাত্যতা, পিতৃব্য প্রভৃতি মান্য ব্যক্তির অসেবা, নিয়ম করিয়া ছাত্রের নিকট হইতে বেতন লইয়া অধ্যাপন, শাস্ত্র নিষিদ্ধ তিলাদির বিক্রয়, ইহাদিগকে উপপাতক বলে।

উপপাতককারী তপস্যা দ্বারা মুক্ত হয়। যথা—

মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাত্ততঃ ॥

মনুসংহিতা। ১১।২৪০।

যাহারা ব্রহ্মহত্যাদিকারী মহাপাতকী এবং যাহারা উপপাতকাদি অকার্য্যকারী উহারা দৃঢ় তপস্যা দ্বারা প্রোক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।
বৈশ্যের বাণিজ্যই তপস্যা। যথা—

ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্য তু তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং ॥

মনুসংহিতা। ১১।২৩৬।

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাত্মক বেদান্তের বোধই তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের তপ প্রজাপালন, বৈশ্যের বাণিজ্য পশুপালনাদি তপস্যা এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণ পরিচর্য্যা তপস্যা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অদ্বিতীয় স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক স্বর্গীয় ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি জগন্মান্য পণ্ডিতগণ উপরিউক্ত শ্লোকে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

ইহাতে এইটি সমুদিত হইল যদ্যপি ব্রাহ্মণের উৎকট পাপজনিত দোষ জন্মে, যথাসম্ভব বেদাধ্যয়ন করিলে ঐ পাপ হইতে ব্রাহ্মণ অনায়াসে মুক্ত হয়, ক্ষত্রিয়ের যদ্যপি ঐরূপ দোষ জন্মে, কিন্তু যদি তাহাদের প্রজাপালনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকে তবে তাহাতে উক্ত পাপ ক্ষয় হইবে, সুবর্ণবণিকাদির যদি ব্রাত্যাদি দোষ জন্মে তবে তাহাদের বাণিজ্যাদি স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকিলে অনায়াসে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইচ্ছামত উপনয়ন সংস্কারের যোগ্য হইবে। প্রায়শ্চিত্তান্তর অনুষ্ঠানের আবশ্যতা থাকিবে না। শূদ্রের ব্রাহ্মণ পরিচর্য্যাই তপস্যা, তাহাতেই শূদ্র কৃতকার্য্য হয়।

যদি সুবর্ণবণিকাদির ব্রাত্য দোষ ঘটে অথচ বাণিজ্যাদি স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে তিন প্রাজাপত্য অথবা ব্রাত্যষ্টোম প্রায়শ্চিত্ত করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যথা—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥

মনুসংহিতা। ১১।১৯২।

কুল্লূক ভট্টকৃত টীকা—যেষামিতি। যেষাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং আনুকল্পিককালেঽপ্যুপনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতবান্ তান্ প্রজাপত্যত্রয়ং কারয়িত্বা যথাশাস্ত্রমুপনয়েৎ। যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভির্ব্রাত্যস্তোমাদিপ্রায়শ্চিত্তমুক্তং তেন সহাস্য গুরুলাঘবমনুসন্ধায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষোবিকল্পো-মন্তব্যঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়নে যে মুখ্য কল্প অনুকল্প বিধান কাল উক্ত আছে উহাতে যদি উপনয়ন না হয় তবে তদ্দোষ নিবারণ জন্য তিন প্রাজাপত্য করিয়া উপনয়ন দিবেন। জাতি ও শক্তি অনুসারে ব্রাত্যষ্টোম প্রায়শ্চিত্ত বিকল্প জানিবে।

গঙ্গাস্নানে সর্ব্বপাপ নাশ হয়, এই জন্য গঙ্গাস্নানে অন্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই। যথা—

যদ্যকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনং।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশিমিবানলঃ॥

ইতি মহাভারত।

অনল যেমন তুলারাশি দগ্ধ করে, গঙ্গাস্নানে সেইরূপ শত শত পাপ নাশ করে।

আবার হরি স্মরণে গঙ্গাস্নানের ও আবশ্যকতা নাই। যথা—

স্কান্দে—স্কন্দং প্রতি শ্রীশিবোক্তৌ॥
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং।
গঙ্গাদি সর্ব্ব তীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক॥

এই বিষয়ে স্কন্দ পুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি শিবের উক্তি। যথা—

হে পুত্র! পুরুষ একবার মাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া তিন শত কল্পে গঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয় সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন।

কল্প=ব্রহ্মার এক দিন।

পাপোন্মূলনত্বং শ্রীবিষ্ণু পুরাণে।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষানি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং॥
কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরি সংস্মরণং পরং॥
কিঞ্চ॥
কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাং।
প্রযাতি বিলয়ং সদ্য সকৃৎ যাত্রানুসংস্মৃতে॥

বিষ্ণু স্মরণে পাপের উন্মূলনকারিত্ব, যথা—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥

যত প্রায়শ্চিত্ত, যত তপস্যা ও যত দান ও ব্রতাদি কর্ম্ম আছে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ সে সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পাপ করা হইলে পর যে পুরুষের

অনুতাপ জন্মে এক মাত্র হরিস্মৃতি তাহার উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। আরও বলি। হরিকে একবার মাত্র স্মরণ করিলে সদ্যঃ মনুষ্যগণের নরক যাতনার উৎপাদক অতি ভয়ানক কলি জন্য পাপ বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্ম পুরাণে বিষ্ণু রহস্যে চ।
শাঠ্যেনাপি নরাঃ বিষ্ণুং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনং।
তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ং॥

ব্রহ্মপুরাণে এবং বিষ্ণু রহস্যে। যে সকল মনুষ্য শাঠ্য ভাবেও জনার্দ্দন বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তাঁহারাও দেহ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদোষ রহিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

নামাপরাধ প্রসঙ্গে। পাদ্মে—শ্রীনারদং প্রতি সনৎকুমারেণ।
সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়োব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।
যেচান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেপি হি
শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ শরণা মুক্তাভবন্তি দ্বিজ॥

নামাপরাধ প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি সনৎকুমারের বাক্য। হে দ্বিজ! যাহারা সমুদয় আচার বর্জ্জিত, শঠবুদ্ধি, ব্রাত্য, বিশ্ববঞ্চক, দম্ভ অহংকার, অপেয় পান ও খলতা পরায়ণ, অধার্ম্মিক শূদ্র, অন্ত্যজ, নিষ্ঠুর, আর যাহারা কলত্র পুত্র ধন তৎপর, সেই সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধমেরাও যদি গোবিন্দচরণারবিন্দের শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে তাহারাও মুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহন্নারদীয়ে। নারদেনোক্তং

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
অতএবোক্তং। সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমোবক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥

হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, হরির

নামই আমার জীবন, কলিতে নাম ব্যতীত অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। অতএব কথিত হইয়াছে। একবার মাত্র ব্রহ্ম স্বরূপ হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, সহস্র বদন অনন্ত ও ব্রহ্মা (অথবা ব্রহ্মা সহস্রবদন হইলেও) সেই ফল বলিতে সমর্থ হয়েন না।

আদি পুরাণে চ। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদাপার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।
ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ সমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥
কিঞ্চ॥
নামৈব পরমা মুক্তি র্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতি র্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ॥
নামৈব কারণং জন্তো র্নামৈব প্রভুরেবচ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমোগুরুঃ॥

ত্যাগ = দান। শম = অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, মনঃসংযম। গতি = আশ্রয়, স্থিতি = নিষ্ঠা।

পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের একাঙ্গ স্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম ও রাম অবতারে লক্ষ্মণ ছিলেন তিনি সুবর্ণবণিক্‌দিগের ঘরে ঘরে হরি নাম বিতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়বাক্য মনে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥

নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার। পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার ॥
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাহার কিঙ্কর। জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর ॥
যতেক বণিক্‌কুল উদ্ধারণ হতে। পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার। বণিকে যে দিল প্রেম ভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে। আপনি নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে ॥
বণিক্ সকলে নিত্যানন্দের চরণ। সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥
বণিক্ সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে। মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার। বণিক্ অধম মূর্খে যে করিল পার ॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়। গণ সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হইল কীর্ত্তন বিহার। শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হইল নদীয়া নগরে। সেই মত সুখ হইল সপ্তগ্রামপুরে ॥
রাত্রি দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়। সর্ব্বদিকে হইল হরি সংকীর্ত্তন ময় ॥

* * * * *

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সবারে। তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগীশ্বরে ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে।

সুবর্ণবণিকেরা হরিনামপ্রভাবে ব্রাত্য দোষ পরিহার করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এবং সদ্‌ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সদাচারী ধার্ম্মিক ভক্তিমান্ ও বৈশ্য জানিয়া তাঁহাদিগের অন্ন ভোজন করিতেন। এজন্য প্রসিদ্ধ আছে যে, উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর "ডালে কাঠী" দিতেন। যথা—

শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
প্রভু কহে কখন বা, আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাধয়ে উতারি ॥
এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ॥

তাঁরা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন নাম কোথায় বসতি ॥

প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণবণিক্ দেখি করিনু স্বীকার॥
বৈশ্য কুলেতে জন্ম হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন ঘৃণা নাহি করি॥
সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞা মতে দত্ত করেন রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট।

মহর্ষি বেদব্যাসই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস। যথা—

বেদব্যাসো য এ বাসীদ্দাস বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥

কবিকর্ণপুর গোস্বামীকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। ১০৯।

যিনি বেদব্যাস ছিলেন তিনিই এক্ষণে বৃন্দাবন দাস। যিনি কুসুমাপীড় নামক সখা ছিলেন তিনি এক্ষণে কার্য্য বশতঃ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

এখনও সুবর্ণবণিকেরা স্বহস্তে পাক করা লুচি শ্রীকৃষ্ণের এবং দেবতাদিগের সেবা ভোগের জন্য দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদিগের হস্তে পাক করা লুচি ভোজন করিয়া থাকেন।

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কৃপায় যদিও সেই সময় সমস্ত সুবর্ণ বণিক্‌বর্গের পুনরায় বৈশ্যাচার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছিল, কিন্তু তথন উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি বণিক্‌বর্গ যজ্ঞোপবীত বর্ণাভিমানের চিহ্ন ও ভগবত্তত্ত্বের বিঘ্নকর জানিয়া পুনরায় বৈশ্যাচার গ্রহণ করেন নাই। তথন সকলের মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইয়াছে, সকলেই ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন। সাংসারিক ও লৌকিক বিষয় তাঁহাদিগের মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে যদি কেহ একপ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন যজ্ঞোপবীতকে জাত্যভিমানের চিহ্ন এবং পরমার্থ তত্ত্বের বিঘ্নকর জানিয়া

উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি বণিক্‌বর্গ পুনরায় বৈশ্যাচার গ্রহণে তাচ্ছীল্য করিয়াছিলেন, তখন সুবর্ণবণিকেরা কিরূপে পুনঃ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে পারেন। এতদুত্তরে বক্তব্য যে, তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন মাত্র।

তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইলে, তাঁহাদিগের সামাজিকতার আবরণ আপনা আপনিই খসিয়া পড়িবে। যখন তাঁহারা সকল প্রকার লৌকিক রক্ষা করিতেছেন, তখন এক মাত্র লৌকিক বৈশ্যাচার ত্যাগ করা, তাঁহাদিগের পক্ষে কোন মতে বিধেয় নহে। অতএব তাঁহাদিগের বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এক্ষণে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিলে দ্বাদশ অথবা ষোড়শ দিবসে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রমাদ কালে এবং অজ্ঞানতা বশতঃ একত্রিংশ দিবসে যে সকল শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা হরিনাম স্মরণে পণ্ড হয় নাই। শ্রাদ্ধতত্ত্বে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—

ততঃ সাঙ্গতার্থং বিষ্ণুং স্মরেৎ। তথাহি যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যায়েন্নারায়ণং নিত্যং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু। প্রায়শ্চিত্তাপি সর্ব্বস্মাদ্দুষ্কৃতান্মুচ্যতে পুমান্॥ প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।

শ্রাদ্ধান্তর সেই শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইবার জন্য বিষ্ণু স্মরণ করিবে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, স্নানাদি এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্মে সর্ব্বদাই নারায়ণকে ধ্যান করিবে তাহা প্রায়শ্চিত্ত বিধায় সকল দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হইবে। বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে করিতে যাহা অঙ্গহীন হইবে তদ্বিষ্ণোঃ এই মন্ত্র পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হয়। এই বিধানানুসারে যখন সুবর্ণবণিক্‌গণ শ্রাদ্ধান্তে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন তখন অজ্ঞান বশতঃ ত্রিশ দিবস অশৌচ গ্রহণ ও দাস দাসী পদ উল্লেখ জন্য যে অঙ্গহীন হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এবঞ্চ। অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতি তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ যদি বিধিহীন হয়, শ্রীহরি নাম কীর্ত্তন করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হইবেক।

এই জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ যজমানকে শ্রীহরির নাম জপ করাইয়া থাকেন। এই বিধি অনুসারে যখন সুবর্ণবণিকেরা শ্রাদ্ধান্তে শ্রীহরির নাম জপ করিয়াছেন, তখন সেই শ্রাদ্ধ কদাচ পণ্ড হয় নাই। হরিভক্তি বিলাসের তৃতীয় বিলাসে বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্ত কর্ম্মণাং।
হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণ ফলদায়কং।

কলিতে বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অবশ্যই অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে হরিস্মরণ সম্পূর্ণ ফল প্রদান করেন।

স্মৃতৌচ। প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ॥

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন। যজ্ঞেতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগের প্রমাদ বশতঃ যে কর্ম্মে অঙ্গহানি হয়, বিষ্ণুস্মরণ করিলে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, এই স্মৃতি আছে।

উপসংহার।

সুবর্ণবণিকেরা যথেচ্ছাচারী রাজা বল্লালের অশাস্ত্রীয় ও অকারণ পাতিত্য দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা আচারভ্রষ্ট হইয়া মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোকের স্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তাঁহাদিগের ঘরে ঘরে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল, উজ্জ্বল কান্তি মলিন হইয়া গেল। তাঁহারা আর্য্য জাতি এবং বৈশ্যবর্ণ হইয়াও অন্যায় রাজাজ্ঞায় শূদ্রবৎ আচার করিতে লাগিলেন। রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহারা কেহই আর সুবর্ণগ্রামে রহিলেন না। তাঁহারা বিষয় বিভব, ঋণদত্ত ধন, সম্পত্তি, বাণিজ্য এবং আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির মায়া বিসর্জ্জন দিয়া মুদ্রা এবং সুবর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তৎসমুদয় সমভিব্যাহারে লইয়া সপরিবারে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিলেন। বল্লভানন্দ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি দক্ষিণ পুরীতে গমন করিয়া রাজা আদিশূর দত্ত তাম্রফলকপ্রভাবে বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বল্লভানন্দ তৎকালে শ্রীজগন্নাথ দেবকে এক বহুমূল্য মাণিক্য উপঢৌকন প্রদান করেন। বল্লভানন্দদত্ত মাণিক্য শ্রীজগন্নাথ দেব অদ্যাপি ললাটে ধারণ করিতেছেন এবং তাহা অদ্যাপি "আঢ্য মাণিক" নামে খ্যাত আছে। কতকগুলি লোক লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ, কতকগুলি শান্তিপুর, কতকগুলি মেদিনীপুর ও কতকগুলি রাঢ় দেশে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুবর্ণবণিকেরা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। অনেকে বাণিজ্য সূত্রে সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্ বলে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস হেতু সুবর্ণবণিক্দিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। এক্ষণে সুবর্ণবণিক্দিগের প্রমাদ কাল গত হইয়াছে এবং অজ্ঞানতাও দূর হইয়াছে। তাঁহারা সুশিক্ষা প্রভাবে জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐক্যই বল। অতএব সুবর্ণবণিক্দিগের বিভিন্ন শ্রেণীর

মধ্যে পরস্পর বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপন করা অতীব কর্ত্তব্য হইয়াছে।

জীবে দয়া এবং জাতীয় গৌরব, জাতীয় মর্য্যাদা এবং জাতীয় সহানুভূতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধুভাবে ধর্ম্ম্য বলিয়া সুবর্ণবণিক্‌দিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অর্থাৎ সামাজিক, মানসিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন জন্য হুগলি-চুঁচুড়ায় অথবা রাজধানী কলিকাতায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্‌ সভা এবং স্থানে স্থানে স্বাধীন সুবর্ণবণিক্‌ সভা সংস্থাপন করিয়া, সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া স্বজাতিহিতৈষিতার পরিচয় দেওয়া প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের কর্ত্তব্য। যদিও এই স্বজাতিহিতৈষিতা প্রথমে কেবল সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তথাপি সুবর্ণবণিক্‌দিগের ক্রমে ইহা হইতেই দেশহিতৈষিতা বৃদ্ধি পাইবে।

সুবর্ণবণিক্‌দিগের আদি নিবাস অযোধ্যা প্রদেশ, ইহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের ক্রিয়াকাণ্ডে এখনও অযোধ্যাবাসী বণিক্‌দিগের অনেক আচার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাঁহাদিগের উষ্ণীষধারণপূর্ব্বক বিবাহ প্রণালী, তাঁহাদিগের বিবাহ ও শ্রাদ্ধে ক্ষীর বাতাসা ও গুবাক দ্বারা সম্ভাষণ অর্থাৎ নিমন্ত্রণপ্রণালী, বাণিজ্য বিষয়ে শ্রীরাম নবমীতে খাতা পূজা প্রণালী অযোধ্যা প্রদেশের বণিক্‌দিগের সদৃশ। বঙ্গদেশে কোন জাতির এরূপ প্রণালী দৃষ্ট হয় না। যদিও সুবর্ণবণিকেরা বল্লাল সেনের শাসনে শূদ্রবৎ আচার করিতে বাধ্য হইয়া ত্রিংশৎ দিবসে অশৌচান্ত হয়েন, তথাপি তাঁহারা প্রাচীন কুলাচার একরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন অর্থাৎ অশৌচের প্রথম দশ দিবস আহারের সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা প্রতি-পালন করেন এবং তাঁহাদিগের কুলস্ত্রীগণ প্রথম দশ দিবস ও শেষ দিবস ঘাটের দিন বেণা গাছে জল দিয়া থাকেন। এক্ষণে সুবর্ণবণিক্‌গণ পুনঃ বৈশ্যাচার অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগের প্রাচীন কুলাচার অনুসারে অযোধ্যাবাসী বণিক্‌দিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে দশম দিবসে অশৌচান্তের ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, একাদশ দিবসে বিশেষ ব্রাহ্মণ ভোজন ও দান এবং দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে এবং ত্রয়োদশ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন ও জ্ঞাতি কুটুম্ব ভোজন করাইতে হইবে। এতদ্দ্বারা অযোধ্যা প্রদেশ ও অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলবাসী বণিক্‌দিগের সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইবে।

বিগত চল্লিশ বৎসর হইতে সুবর্ণবণিক্‌দিগের জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে। কলিকাতা নিবাসী ৺শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই আন্দোলনের মূল। তিনি সুবর্ণবণিক্‌দিগের পুনঃ বৈশ্যাচার গ্রহণ সম্বন্ধে কাশী, দ্রাবিড়, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর প্রভৃতি সামাজিক স্থানের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময় সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে ৺ভৈরবচন্দ্র দত্ত মহাশয় "সুবর্ণবণিক্" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং ৺বলাইচাঁদ সেন মহাশয় অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সুবর্ণবণিক্‌দিগের জাতীয় আন্দোলনের সহায়তা করেন। অতএব, প্রথম আন্দোলনকারী উক্ত ব্যক্তিত্রয় সুবর্ণবণিক্‌দিগের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র। হুগলী নিবাসী ৺দীননাথ পাল মহাশয় দ্বিতীয় আন্দোলনের মূল। এই আন্দোলনে কতিপয় সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সুবর্ণবণিক্ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে সাধুরঞ্জন সংহিতা, কবিরাজ চৌধুরী সংহিতা, সুবর্ণবণিক্, সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি নিবেদন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, জাতি প্রবন্ধ, শ্রীশিবভূতির পত্র প্রভৃতি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। এই আন্দোলন এখনও চলিতেছে। এক্ষণে সুবর্ণবণিক্ মহাশয়েরা এই আন্দোলনে যোগ দান করিলে যে সুফল ফলিবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য বিধায় তাঁহাদিগের গায়ত্রী জপ কর্ত্তব্য (মনুসংহিতা ২অ° ৮০, ১১৮ শ্লোক)। তাঁহাদিগের বেদে অধিকার আছে (মনু ২। ১৩৪, ১৩৬ শ্লোক ও ১০অঃ ১ শ্লোক)। তাঁহাদিগকে কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে নিষেধ আছে (মনু ২। ২০৯, ৫৬)। তাঁহাদিগের শুক্র বিক্রয় নিষেধ (মনু ৩অঃ ৫১ শ্লোক)। তাঁহাদিগের দাসত্ব নিষেধ (মনু ৪অঃ ৪, ৬ শ্লোক)। তাঁহারা যখন স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইবেন, তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অকর্ম্ম না করিয়া শূদ্রবৃত্তি দাসত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, কিন্তু আপদ হইতে মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইবেন (মনু ১০। ৯৮)। তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধিকরণের আসনে বসিবার অধিকার আছে। (মনু ৭। ১৪১)। তাঁহাদিগের আজ্যপা নামে পিতৃলোক। পুলস্ত্যের সন্তানেরা আজ্যপ

(মনু ৩।১৯৭, ১৯৮)। তাঁহাদিগের ধনবাচক নাম রাখিবে (মনু ২।৩১)। তাঁহাদিগের ভূতি, দত্ত ও গুপ্ত উপাধি আছে (মনু ২অঃ ৩২ শ্লোক ও টীকা)। বৃদ্ধি উপজীবী ও কৃপণের অন্ন গ্রহণ নিষেধ (মনু ৪।২১০)। কিন্তু দাতা বৃদ্ধি উপজীবীর অন্ন পবিত্র (মনু ৪।২২৫)। আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট (মনু ১২।৮৫)। বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবসে অশৌচান্ত হইবার বিধি আছে। (মনু ৫।৮৩)